

সিটি কর্পোরেশনসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী
অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময় : ০১ আগস্ট ২০২২ তারিখ, সকাল ১১:০০ টা
স্থান : সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান, গত অক্টোবর/২০২১ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম তদন্ত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ বিভাগের ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখের ১১৯৫নম্বর অফিস আদেশে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কর্মপরিধিতে (ToR) সিটি কর্পোরেশনসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সে লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট কার্যক্রম আইন ও বিধিসম্মতভাবে এবং কোন রকম জনহয়রানি ছাড়াই করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলো তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করাই মূলত এই কমিটির প্রধান কাজ। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভাটি পরিচালনা করার জন্য উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১)-কে আহ্বান জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। পরে তিনি হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮২ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যেকোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারে। একই আইনের চতুর্থ তফসিলে ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর করসহ মোট ২৬টি বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ এর দফা ৩-এ ইমারত ও জমির উপর কর আরোপের বিষয়ে বিবৃত রয়েছে। The Municipal Corporation Taxation Rules, 1986 এর ৩য় অধ্যায়ের ১৯-২৮ বিধিতে ভবন ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর, বিদ্যুৎ এবং আবর্জনা অপসারণের রেইট সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। The Municipal Corporation Taxation Rules, 1986 বাংলায় প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশন কর বিধিমালা এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি যাচাই-বাছাই এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই এটি চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। পরে তিনি সিটি কর্পোরেশনসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করার সুযোগ থাকায় এ বিভাগের যুগ্মসচিব, অডিট অধিশাখা-কে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ, আদায় এবং এসেসমেন্ট পদ্ধতি সম্পর্কে সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান।

৩. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া জানান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মোট ২,৮৪,০০০ (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার) হোল্ডিং রয়েছে। নতুন এলাকায় হোল্ডিং প্রদান এবং ট্যাক্স এসেসমেন্ট এর কাজ শুরু হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৫০০.০০ কোটি (পাঁচশত কোটি) টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৭৪.০০ কোটি (তিনশত চুয়ত্তর কোটি) টাকা আয় করেছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ বাবদ ৬৭৫.০০ কোটি (ছয়শত পঁচাত্তর কোটি) টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন ফি নির্ধারণ ও আদায় করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন

The Municipal Corporation Taxation Rules, 1986 এবং সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী হোল্ডিং করের রেট নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ইতোপূর্বে ১২% হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইমারত ও জমির বাৎসরিক মূল্যের উপর ৭%, সড়ক বাতির উপর ৩% এবং কনজার্ভেঞ্চির উপর ২% হিসেবে মোট ১২% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করে সেটার এসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন করা হয়। গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকায় এই এসেসমেন্ট কার্যক্রম ২০২১ সালের রেইট চার্ট অনুযায়ী করা হয়েছে এবং অন্যান্য এলাকায় ২০০৮ সালের রেইট চার্ট অনুযায়ী এসেসমেন্ট করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি জানান, ভাড়াটিয়া বা বাড়ির মালিকের নিকট হতে বাড়িভাড়ার প্রকৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রত্যেক এলাকার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ঐ এলাকায় বিভিন্ন লোকেশনের বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য নিয়ে বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভিত্তিক পৃথক রেইট চার্ট বা মূল্য তালিকা নির্ধারণ করা হয়। এই রেইট চার্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং এটি সম্পর্কে কখনো কারো পক্ষ থেকে কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। এই রেইট চার্টের ভিত্তিতেই এসেসর কর্তৃক পাঁচ বছর পর পর হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট করার কথা থাকলেও বাস্তবতার নিরীখে তা সম্ভব হয় না।

৪. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা বিভাগ জনাব শিবির বিচিত্র বড়ুয়া বিভিন্ন ভবনের আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভিত্তিক ক্যাটাগরি নির্ধারণের ভিত্তি বা নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জানান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর অনুমোদিত নকশাতেই আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভিত্তিক ভবনের উল্লেখ করা থাকে। সে অনুযায়ীই ভবনগুলোর ক্যাটাগরীভিত্তিক রেইট চার্ট ধার্য করে কর আরোপ করা হয়।

৫. স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (অডিট অধিশাখা) জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী বলেন, **The Municipal Corporation Taxation Rules, 1986** এর বিধি ২০-এ মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ভাড়ার এসেসমেন্ট করার ক্ষমতা এসেসরের নিকট। রেন্ট এসেসমেন্ট করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিধিমালায় উল্লেখ না থাকায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রেন্ট এসেসমেন্ট করার বিদ্যমান পদ্ধতি বাস্তবসম্মত হলে এবং এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত অভিযোগ কমে আসবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

৬. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব শাহজাহান আলী জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মোট ২,৬৩,০০০ (দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার) হোল্ডিং রয়েছে। এর মধ্যে পুরাতন এলাকায় ১,৯৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) এবং নতুন অঞ্চলে ৬৮,০০০ (আটষট্টি হাজার) হোল্ডিং রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৩৭৫.০০ কোটি টাকা আয় করেছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ খাতে ৪৫০.০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১১,০০০ (এগার হাজার) হোল্ডিং বেড়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে এলাকাভিত্তিক রেইট চার্ট রয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক রেইট চার্ট নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা-কে আহ্বায়ক এবং কর কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি রয়েছে। কমিটি এলাকাভিত্তিক ভাড়ার হার সরেজমিনে পরিদর্শকপূর্বক যাচাই করে একটি রেইট প্রস্তাব করেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা কর্পোরেশনের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। বোর্ড সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সেটি চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয় এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-কর কর্মকর্তাগণ এসেসর হিসেবে কাজ করে থাকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সর্বশেষ ২০১৬ সালে হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট করেছে মর্মে তিনি জানান।

৭. এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেহেতু হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রচুর আপিল জমা পড়ছে, সেহেতু ট্যাক্স নির্ধারণটা সঠিকভাবে হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, উভয় সিটি কর্পোরেশন আইন ও বিধি মোতাবেক হোল্ডিং ট্যাক্সের রেইট চার্ট নির্ধারণ করে তা আদায় করে আসছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী প্রতি ০৫(পাঁচ) বছর পর পর হোল্ডিং ট্যাক্সের রিএসেসমেন্ট করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও কিছু প্রতিকূলতার কারণে সিটি কর্পোরেশনগুলো তা করতে পারছে না। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন হতেও আইন, বিধি ও আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী রেন্ট রেইট ও হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের বিদ্যমান পদ্ধতি এবং হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট এর তথ্য জানা প্রয়োজন। প্রতিবেদন দাখিলের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও এসেসমেন্ট কার্যক্রম জনবান্ধব হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক যাচাই করা দরকার।



৮.

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, The Municipal Corporation Taxation Rules, 1986 এবং সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক রেন্ট রেইট ও হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের বিদ্যমান পদ্ধতি ও হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য আগামী ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	(১) সিটি কর্পোরেশন (সকল); (২) সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা।
২.	সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও এসেসমেন্ট কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার লক্ষ্যে সুবিধাজনক সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি।
৩.	হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম তদন্ত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অডিট অধিশাখা)-কে কো-অপ্ট করে কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা।

১৭. পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখ: ১১/০৮/২০২২ খ্রি:

(মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী)

অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)

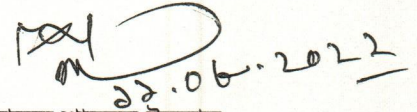
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০২৭.১৯-৯৫২/১(১২)

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪২৯
১১ আগস্ট ২০২২

বিতরণ-কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/অডিট/মনিটরিং ও মূল্যায়ন/), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগ।
৪. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/ অডিট-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৮. অফিস কপি।



মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব

ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫

মোবাইল: ০১৭১৬-৪২৬১২০

ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd